রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ১১, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০/১১ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩.৩৩৪—দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ও প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু নেলসন রোলিহ্লাহলা ম্যান্ডেলা গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী ও সাহসী এই মহান নেতার মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার, জনগণ ও ম্যান্ডেলার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০/০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

২। মহান এই নেতার মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০/০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব সকলের আবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০ / ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ও প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু নেলসন রোলিহ্লাহলা ম্যান্ডেলা গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। এই মহান নেতার মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে বাঙালি জাতি শোকাভিভূত।

ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যপূর্ণ আচরণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। সে আন্দোলন এক পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। চরম নির্যাতন চালিয়েও ম্যান্ডেলাকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। দমন করা যায়নি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর গণআন্দোলন। তিনি জীবনে বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৬২ সালে গ্রেপ্তারের পর একটানা ২৭ বছর তিনি কারাগারে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। সংগ্রামী ম্যান্ডেলা এক পর্যায়ে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, সমগ্র বিশ্বসমাজের কাছে মুক্তি ও গণতন্ত্রের প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। নেলসন ম্যান্ডেলার চারিত্রিক দৃঢ়তা, সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও সফল নেতৃত্বের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৯৪ সালে তিনি বর্ণবাদমুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

বর্ণবাদের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেলসন ম্যান্ডেলা প্রতিহিংসার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণের মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তুলেছেন। তিনি দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছেন এবং একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রকৃত অর্থে একটি বর্ণবৈষম্যহীন ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে রূপান্তরের জন্য নেলসন ম্যান্ডেলার ঐকান্তিক প্রয়াস শুধু দেশবাসীর নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি ও সমর্থন অর্জন করে। এই নেতার সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবন, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও মহানুভবতা তাঁকে বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের কাছে পরিণত করেছিল জীবন্ত কিংবদন্তিতে। তাঁর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মানবিক জীবনদর্শনের কারণে তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বশান্তি, জনগণের ঐক্য, সাম্য, মুক্তি, গণতন্ত্র ও সৃজনশীলতার এক মূর্তপ্রতীক। ব্যক্তিগত সারল্য ও সততা, উদার মনোবৃত্তি এবং ক্ষমাশীলতা এই মহান নেতাকে বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি নেলসন ম্যান্ডেলার ছিল গভীর অনুরাগ। বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাদেশ সফরে এসে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো জনতার উপস্থিতিতে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ নানামুখী সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ সফরকালে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য বাঙ্গালি জাতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। মহাপ্রয়াণের পরেও তাঁর প্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব, মানবিকতাবোধ, ঔদার্যের ভাবনা এবং তারুণ্যদীপ্ত মুখচ্ছবি বিশ্ববাসীর সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের কাছে চির সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে বিশ্ব এক প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী ও সাহসী নেতাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ও জনগণ এবং ম্যান্ডেলার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি মন্ত্রিসভা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd